



234012 - রমযান মাস ৩০ দিনেরে হোক কিংবা ২৯ দিনেরে হোক ২১ শে রমযানরে রাত থেকে শেষে দশক শুরু হয়

প্রশ্ন

আমার এক বন্ধু রমযানরে শেষে দশক সম্পর্কে আমার মনে একটি প্রশ্নরে সৃষ্টি করছেন। আমার বন্ধু বলেন: যদি রমযান মাস ২৯ দিনেরে হয় তাহলে ১৯-২৯ তারিখ পর্যন্ত শেষে দশক হবে। শেষে দশকরে বজেডে রাত্রিগুলো আমি কিভাবে জানতে পারি? এ ব্যাপারে আপনাদের কী পরামর্শ?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানরে শেষে দশক ২১ শে রমযানরে রাত থেকে শুরু হয়। চাই ৩০দিনে মাস হোক কিংবা ২৯ দিনে। এটি প্রমাণ করে সহিহ বুখারী (৮১৩) ও সহিহ মুসলিমেরে (১১৬৭) হাদিস: আবু সাঈদ খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানরে প্রথম দশ দিন ইতিকাফ করলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে ইতিকাফ করলাম। তখন জবিরাদ্দিল (আঃ) এসে বললেন: ‘আপনি যা তালাশ করছেন সটো সামনে’। এরপর তিনি মধ্যবর্তী দশ দিন ইতিকাফ করলেন, আমরাও তাঁর সাথে ইতিকাফ করলাম। তখন পুনরায় জবিরাদ্দিল (আঃ) এসে বললেন: ‘আপনি যা তালাশ করছেন সটো সামনে’। এরপর রমযানরে বশি তারিখ সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন: ‘যারা আল্লাহর নবীর সঙ্গে ইতিকাফ করতে চান তারা যেনে ফরিদে আসনে (আবার ইতিকাফ করনে)। কেননা আমাকে স্বপ্নে লাইলাতুল কদর অবগত করানো হয়েছে। তবে আমাকে তা (নির্ধারণিত তারিখটি) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীসন্দেহে তা শেষে দশ দিনেরে কোন এক বজেডে তারিখে। স্বপ্নে দেখলাম যেনে আমি কাদা ও পানির উপর সজিদা করছি। তখন মসজিদরে ছাদ খজুররে ডাল দ্বারা নির্মিত ছিল। আমরা আকাশে কোনে কিছুই (মঘে) দেখিনি। হঠাৎ করে পাতলা একটি মঘে আসল এবং আমাদের উপর বৃষ্টি নামল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। এমন কি আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপাল ও নাকরে অগ্রভাগে পানি ও কাঁদার চহ্ন দেখতে পেলোম। এভাবেই তাঁর স্বপ্ন সত্যে পরিণত হলো।”

সহিহ বুখারীর অপর এর রেওয়ায়েতে (২০২৭) এসছে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানরে মধ্যম দশক ইতিকাফ করতেন। এক বছর তিনি ইতিকাফ করলেন। যখন একুশরে রাত এল, যেনে রাতরে সকালে তিনি তাঁর ইতিকাফ হতে বের হতেন, তখন তিনি বললেন: যারা আমার সঙ্গে ইতিকাফ করছে তারা যেনে শেষে দশকও ইতিকাফ করে। আমাকে স্বপ্নে এই



রাত (লাইলাতুল কদর) দেখানটা হয়েছিল, পরে আমাকে তা (সঠিক তারিখ) ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি স্বপ্নে দেখতে পয়েছি যে, ঐ রাতের সকালে আমি কাদা-পানির মাঝে সজিদা করছি। তন্মরা তা শেষে দশকে তালাশ কর এবং প্রত্যকে বজেডে রাত তালাশ কর। পরে এই রাত আকাশ হতে বৃষ্টি হল। মসজিদ ছিল ছাদবহীন। তাই মসজিদে বৃষ্টির ফোটা পড়ল। একুশের রাতের সকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কপালে কাদা-পানির চহ্ন আমার এ দু'চোখে দেখতে পায়।”

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

“এটা সুস্পষ্ট যে, খোতবাটি ছিল বশি তারিখ ভোরেরে। আর বৃষ্টি নিমেছে ২১ তারিখ রাতেরে।”[ফাতহুল বারী (৪/২৫৭) থেকে সমাপ্ত]

সহহি বুখারী (২০১৭) ও সহহি মুসলিম (১১৬৭)এর অপর এক রওয়াজতে এসছে যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের মাঝেরে দশকে ইতকিফ করতেন। বশি তারিখ গত হয়ে যখন সন্ধ্যা হত এবং একুশ তারিখ শুরু হত তখন তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। এবং তাঁর সঙ্গে যারা ইতকিফ করছিলেন সকলেই নজি নজি বাড়ীতে ফিরে আসতেন।” এর থেকেও বুঝা যায় যে, শেষে দশক ২১ শে রমযানের রাত থেকে শুরু হয়।

এ কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ আলমেগণেরে মাযহাব (এদের মধ্যে চার মাযহাবেরে ইমামগণও রয়ছেন) হচ্ছ: যে ব্যক্তি শেষে দশ দিন ইতকিফ করতে চায় সে যেন একুশের রাত শুরু হওয়ার আগে সূর্যাস্তেরে পূর্ববেই মসজিদে প্রবেশে করে।

আরও জানতে দেখুন: [14046](#) নং প্রশ্নোত্তর।

শেষে দশকেরে বজেডে রাতগুলো হচ্ছ- একুশ, তেইশ, পঁচশি, সাতাশ ও উনত্রশি এর রাত।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন:

লাইলাতুল কদর রমযানের মধ্যেই রয়ছে। এ রাত রমযানের শেষে দশকেই রয়ছে। শেষে দশকেরে বজেডে রাতগুলোতেই রয়ছে। বজেডে রাতগুলোর সুনির্দিষ্ট কোন রাত নেই। এ বিষয়ে বর্ণতি হাদিসগুলোর সম্মিলিত নির্দেশনা এটাই প্রমাণ করে।[ফাতহুল বারী (৪/২৬০) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।